মেধাস্বত্ব অধিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপুর্ণ

ওয়াশিংটন, ২১শে মার্চ -- যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশেয়ারে অবস্থিত ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স ল'সেন্টারের অধ্যাপক এবং মেধাস্বত্ব অধিকার বিষয়ক বিশেজ্ঞ টমাস জি. ফিল্ড জুনিয়র বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণকারী দেশসমুহ সৃজনশীলতায় সহায়তা প্রদান করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

গত ১৭ই মার্চ এক ওয়েবচ্যাটে ফিল্ড বলেন, " পৃথিবী ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে দেশগুলোর সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার তারা স্বল্প লাভে কাঁচা মাল বিক্রিতে সীমবদ্ধ থাকবে না উচ্চ লাভের তৈরি সামগ্রীর বাজারে প্রবেশ করবে। যদি তারা তৈরি সামগ্রীর বাজারে প্রবেশ করতে চায় তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় মেধা অবকাঠামো জোরদার করতে একটি আইনী কাঠামো তৈরী করতে হবে।

অর্থনীতিতে মেধাস্বত্ব অধিকারের মুল্য সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে ফিল্ড পোষাক তৈরী ও উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন পোসাক শিল্প কাঁচা তুলার ব্যবসার চেয়ে "অধিক প্রয়োজনীয়" ধারণা করা হয়। ফিল্ডের মতে, প্যাটেন্ট সংরক্ষণ হলো মেধাস্বত্বের অন্যতম প্রধান রূপ। এই অধিকার সৃজনশীল ব্যক্তিকে 'উৎপাদন ও বিপণন' ব্যয় হ্রাসে উন্নততর যন্ত্রপাতি এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে।

ফিল্ড বলেন, "এতে করে তৈরি পোষাক স্বল্প মুল্যে অধিক জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়। যেসকল দেশ স্বল্প মুল্যে অধিক মানসম্পন্ন তৈরি পোষাক রপ্তানী করে থাকে তারা সাধারণত তুলার মত কাঁচা মাল রপ্তানীর দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যায়।"

তিনি বলেন যে নতুন নতুন উৎপাদন মাধ্যম উদ্ভাবিত হওয়ার সাথে সাথে মেধাস্বত্বেরও পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, "ছাপাখানা উদ্ভাবনের পুর্বে কপিরাইটের প্রয়োজন ছিল না মোটেও। তবে তথ্য বিতরণের জন্য প্রযুক্তি পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইন সংশোধিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন,"ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বা ইন্টারনেট আবির্ভূত হওয়ায় ডোমেইনগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যাতে অন্য কেউ অন্য কারো নাম ব্যবহার প্রতারণা না করতে পারে। ।"

তিনি বলেন, মেধাস্বত্বের লক্ষ্য হলো–"সকল পর্যায়ে জনগণের জীবন আরো আনন্দায়ক করে তোলার উদ্দেশ্যে নতুন পন্য এবং সেবাসমূহের সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।" বিভিন্ন পরিবর্তন ও উদ্ভাবনের মধ্যেও এই স্বত্ব অপরিবর্তনীয় রয়েছে।

কপিরাইটের আওতায় কোন দেশের লোক ঐতিহ্য সংরক্ষিত হতে পারে কিনা – এ প্রশ্নে ফিল্ড ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টি সংরক্ষণে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ কপিরাইটের মেয়াদ কোন এক সময়ে শেষ হয়ে যায়। সাধারনত লেখক বা শিল্পীর মৃত্যুর নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর এমনটি ঘটে বলে তিনি জানান।

ফিল্ডের মতে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আসে তা হলো: রচয়িতা কে ছিলেন? একক কোন ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তি দীর্ঘ কাল পরিসরে বিন্দু বিন্দু করে এই ঐতিহ্য সুষ্টি করেছেন কিনা। সেই সাথে সর্বশেষ যে বিষয়টি আসে বলে তিনি উল্লেখ করেন তা হচ্ছে এর মালিকানা কার থাকবে। কে কপিরাইট কার্যকর করবে, কোন গ্রাম, কোন গোত্র বা অন্য কোন চিহ্নিত গোষ্ঠী ?

ওয়েবচ্যাটের এ সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ (ংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ংরহভড়/অৎপযরাব/২০০৬/গধৎ/১৭-৮৭৩৩৫৮.যঃসষ) টঝওঘঋঙ এর ওয়েবচ্যাট স্টেশন ংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/ংরহভড়/চৎড়ফঁপঃং/ডবনপযধঃ.যঃসষ এ পাওয়া যাবে।

=======

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *(New) এ যোগাযোগ করুন।*